Sonar Bangla Cement

'মহেশ' গল্পের নামকরণ

গল্পের নামকরণ নানারকম হতে পারে। যেমন - বিষয়ধর্মী, ঘটনাধর্মী, চরিত্রধর্মী, ব্যঞ্জনাধর্মী। লেখক তাঁর পাঠককে নামকরণের মধ্য দিয়ে গল্পটি সম্পর্কে একটা ধারণা দেন। যেমন বিষয়ধর্মী নামকরণ 'দেনাপাওনা', ঘটনাধর্মী নামকরণ 'সম্পত্তি সমর্পণ', চরিত্রধর্মী নামকরণ 'সুভা', 'বলাই' এবং ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ 'একরাত্রি' বা 'শাস্তি'।

আলোচ্য 'মহেশ' গল্পের প্রধান চরিত্র গফুর হওয়া সত্ত্বেও লেখক মনুষ্যেতর প্রাণী (ষাঁড়) 'মহেশ'-এর নামানুসারেই নামকরণ করেছেন। স্বভাবতই বুঝতে হবে, এই নামকরণের অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাকেই তিনি গল্পের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন।

গল্পের এই মনুষ্যেতর প্রাণী মহেশকে কেন্দ্র করেই বাকী সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। মহেশ মূক প্রাণী হয়েও জীবন্ত মানুষের মতো আচরণ করেছে। গরু চরণ চোখের চাহনি, গাড়িতে পড়া খড়, জমিদারবাড়ির ফলগাছ নষ্ট করা, জমিদারের ছেলেকে ফেলে দেওয়া এরই মধ্যে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ, যা গল্পটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। মহেশকে কেন্দ্র করেই জমিদার, তর্করত্ন, গফুর, আমিনা প্রভৃতি চরিত্র ফুটে উঠে পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মহেশকে কেন্দ্র করেই গফুরের মত ভূমিহীন ভাগচাষীর ওপর জমিদারের নির্যাতনমূলক আচরণের প্রকাশ ঘটেছে। দারিদ্র্য প্রকাশে, শোষণ করার ওপর, চোখ রাঙিয়ে ক্ষমতার দৌড় নির্ধারিত হয়েছে। মূর্খ জমিদার নন, শহরে রয়েছেন অবস্থাপন্ন মানিক ঘোষ, বিত্তের কৌলিন্যে তাঁরও রয়েছে ক্ষমতা।

Scanned with CamScanner

জমিদার বিশ্বেশ্বর বা কিনী গৃহস্থ মালিক ঘোষের কাছে দরিদ্র গফুর বা মহেশের অভুক্ত থাকার দুঃখ পৌঁছায়নি।

তৃতীয়ত, মহেশের দ্বারা শরৎচন্দ্র বাংলার অগণিত দরিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষের জীবনের করুণীয় দুঃখটিকে ব্যক্ত করেছেন। আট বছর ধরে মানুষ গফুরের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, পরিবারের একজন। মাঠে ঘাস নেই, গাঁদায় এক আঁটি খড়ও নেই। স্কুলালের কাছে যে গোচারণ জমি ছিল, পয়সার লোভে জমিদার তাও বিলি করে দিয়েছেন। গফুর নিজের অন্নের গ্রাস মহেশের মুখে তুলে দিয়েছে। গফুরের কাছে মহেশ একটি পশু নয়, তাঁর ভালবাসার সন্তান। তাই প্রিয়তমের তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন "মহেশ এই আমার ছেলে..." এই ভালবাসা দরিদ্র গফুরকে পাঠক হৃদয়ে সম্রাট করেছে।

চতুর্থত, মহেশকে কেন্দ্র করেই ধর্মের ভণ্ডামি প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার বিশ্বেশ্বর ও পুরোহিত ব্রাহ্মণ তর্করত্নের গোজাতির প্রতি ভক্তি যে কতটা ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক তা গল্পে লেখক চিত্রিত করেছেন। মহেশকে বেঁচে রাখলে তাঁরা গোহত্যার ভয় নেই, কিন্তু মহেশের জন্য এক আঁটি খড়ও দিতে পারেন না। গফুর বাধ্য হয়ে কসাইয়ের কাছে মহেশকে বিক্রি করতে গেলে হিন্দুত্বের ঠিকাদারী জমিদার ক্ষেপে ওঠেন। অথচ মহেশের মৃত্যুর জন্য তো তাঁরা সকলেই দায়ী। হিন্দুত্ব-ভিত্তিক গোখাদক হিসাবে বিকৃত মুসলমান জাতির মানুষ হয়েও গোজাতির প্রতি গফুরের কী অপার মমতা ভালবাসা ও মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছি, কসাইকে তার

Scanned with CamScanner

Sonar Bangla Cement

টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন গফুর। নিজের সন্তানপ্রতিম মহেশকে বিক্রি করে মানে তো তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া— এই অপরাধবোধ নিয়েই নাকে খত দিয়েছেন। ফিরে এসে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঋণ চেয়ে এনে গফুর মহেশকে ছাড়িয়েছেন।

পঞ্চুমতে, মহেশ ফকির নিবারণের জন্য এক আঁটি খড় বা একটু ভাতের ফ্যান পায়নি, হতাশ পায়নি এক ফোঁটা জল। তাই যখন তার অসহ্য হয়েছে সে দড়ি ছিঁড়ে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে— জমিদারের কাছারির ফলগাছ, মুখোশ দেওয়া ঝাঁপ নষ্ট করেছে, এমনকি পালানোর সময় জমিদারের ছোট ছেলেটিকে ফেলে দিয়েছে। মহেশ অসহায় মূক প্রাণী, যেমন অসহায় সর্বহারা গফুর। মহেশকে নীরবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, যেমন রাতের অন্ধকারে কন্যার হাত ধরে গফুরকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে। এই সমান্তরাল ভাবনা প্রকাশ করেছেন লেখক মহেশের মধ্যে সর্বশেষে, গফুর তাঁর একলা প্রার্থনাটিতে নাম দেয়েছেন 'মহেশ', 'মহেশ' হল 'শিব' — যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা, অমিত শক্তিধর। মহেশ শক্তিশালী সমাজের হাতের ক্রীড়নক (তার প্রভু অকুফের দশাও একই) — এই আখ্যানটি বা শ্লেষ লেখকের অস্ত্র। যে হিন্দু সমাজ গফুরকে 'মুসলমান' বলে একঘরে করে দিয়েছে, হিন্দুদের 'গোমাংস' বিষয়ে অনুভূতি আছে, তারা জানেন— তাঁরাই নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেন। দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষ অনেক বেশি ধর্মসংস্কারমুক্ত। ধর্ম নিয়ে তাঁরা বিরোধ লিপ্ত হন না। তাঁদের কাছে ভালবাসাই প্রধান।

Scanned with CamScanner

গল্পের ফজল মূর্খ মুসলমান বোকা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। মহেশের অভিজ্ঞতায় আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবন। মহেশ তাঁর কাছে একটি মানবিক অভিব্যক্তি, মনুষ্যেতর প্রাণী মাত্র নয়। 'মহেশ' চরিত্রটিকে সরিয়ে নিলে এ গল্প অচল। এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলেও তাঁকে বাদ দিয়েই লেখক শরৎচন্দ্র গল্পের নাম দিয়েছেন 'মহেশ'। 'মহেশ' মানে এখানে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য। 'মহেশ' মানে একটি শ্রেণীর চূড়ান্ত পরাজয়। 'মহেশ' মানে হৃদয়ের প্রকৃতিগত ভালবাসার প্রকাশ। লেখকের এই নামকরণ সার্থক ও গভীর তাৎপর্যময় হয়েছে।

— o —